দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 14-JAn ১৯৯৯ ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪ ...

63

৭/

শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকের ভূমিকা

পূর্ব প্রকাশিতের পর

কারণ তার কাজ কোন জড়পদার্থ নিয়ে নয়, তার কাজ হচ্ছে জীবিত চিন্তাশীল মানুষ নিয়ে, যার মন আছে, ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও ভাল লাগা না-লাগা আছে, আর আছে ব্যক্তিত্ব ও সৃজনশীল প্রতিভা। এই কাজের গুরুত্ব অনুধাবন করেই কাজটিকে 'মহৎ পেশা' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং শিক্ষকদেরকে বলা হয়েছে 'মানুষ গড়ার মহান কারিগর'।

কিন্তু আমাদের দেশে 'মানুষ গড়ার' মহৎ পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের এই সুকঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ কাজটি করার যথার্থ যোগ্যতা আছে কি-না— সে কথা বিবেচনা করা হয় বলে মনে হয় না। আজ সারা দেশের বিদ্যালয়গুলোর যে নড়বড়ে দৈন্যদশা, শিক্ষকদেরও সেই একই রকম দৈন্যদশা। শিক্ষকদের সম্মান আছে। কিন্তু সম্মানী নেই। অভাব ও দারিদ্র্য তাদের নিত্যসঙ্গী। যেহেতু সখ করে কেউ অভাব ও দারিদ্র্যকে গ্রহণ করে না, তাই শিক্ষকতার কাজেও কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসে না। অথচ এখানে যোগ্যতার ও প্রতিভাধর ব্যক্তিদেরকে শিক্ষকতার পেশায় আকৃষ্ট করার কোন ব্যবস্থাও নেই। তাই তারা তাদের যোগ্যতা ও প্রতিভাকে অন্যত্র কাজে লাগান। ফলে, শিক্ষার বিশাল গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গনটা অবহেলিত পড়ে থাকে। আর এই অবহেলিত অঙ্গনে এসে ভিড় করেন এমন সব বেকার— তারা অযোগ্যতার কারণে অন্য সব ক্ষেত্রে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছেন। এই সকল অযোগ্য বেকারদের মধ্য থেকে আবার তারাই শিক্ষকতার চাকুরীটি বাগিয়ে নিতে সক্ষম হন যারা অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে ও সুকৌশলে কর্তাব্যক্তিদের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। ফলে, অযোগ্যতার সাথে যোগ হয় দুর্নীতি। এভাবেই শিক্ষার পবিত্র অঙ্গনটি ক্রমশঃ কলুষিত হয়ে পড়ছে এবং পরিণামে শিক্ষার মানের অবনতি ঘটে চলছে।

শিক্ষাদান কাজটা একই সঙ্গে একটা শিল্প ও বিজ্ঞান। শিল্পীর দরদী মন ও সৃজনশীল প্রতিভার সাথে বিজ্ঞানীর দক্ষতা ও নিষ্ঠার সমন্বয় না ঘটলে এবং সেই সঙ্গে উন্নত নৈতিক চরিত্র না থাকলে আদর্শ শিক্ষক হওয়া যায় না। আর আদর্শ শিক্ষক না হলে আদর্শ ছাত্র বা সুনাগরিক তৈরী হবে কিভাবে? যারা শিক্ষা ও শিক্ষার্থীকে ভালবাসে না, তারা আর যা-ই হোক, আদর্শ শিক্ষক হতে পারে না। ছাত্ররা শিক্ষকের শুধুমাত্র 'পাঠদান' কাজটাই অনুসরণ করে না, তারা চরিত্রকেও অনুকরণ করে। তারা শিক্ষক যে বিষয়টা শেখান শুধু তা-ই শেখে না, বরং যা শেখান না বা শেখাতে চান না, সেই 'চরিত্রটাও' শেখে। সত্যবাদী, নীতিবান, ন্যায়পরায়ণ, ত্যাগী পুরুষ তথা ধর্মভীরু উন্নত চরিত্রের মানুষ না হলে, শুধুমাত্র পাঠ্য বিষয়ের ওপর দক্ষতা দ্বারা শিক্ষার্থীদের মন জয় করা বা তাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা সম্ভব নয়।

'শিক্ষা' অতি পুণ্যের কাজ, শিক্ষকতা অতি মহৎ পেশা, কিন্তু শিক্ষক? তিনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি। তাঁকে এমনভাবে সম্মান দেখান হয় যে, তাতে বেচারার পেট, পিঠ ও মাথা কোনটাই বাঁচে না। ফলে, অনেক শিক্ষককেই প্রাইভেট টিউশনির মত একটি উপগ্রহের আশ্রয় নিতে হয়। প্রাইভেট টিউশনি করতে হলে যে বিদ্যার দরকার হয় অনেকক্ষেত্রে সে বিদ্যার অভাব পূরণ করতে হয় ছাত্রদেরকে নোটবই মুখস্ত করিয়ে। ছাত্ররা প্রাইভেট পড়েও যদি ফেল করে তবে প্রাইভেট টিউটরের কদর থাকবে-না। তাই অনেক সময় প্রশ্নপত্র ফাঁস করা থেকে শুরু করে নকলবাজীতে সাহায্য করা পর্যন্ত কোন অপকর্মই আর বাদ যায় না।

মুহম্মদ ইলিয়াস মজুমদার

পক্ষান্তরে শিক্ষকের আর্থিক দৈন্য ও সামাজিক মর্যাদা দেখে ছাত্ররাও প্রভাবিত হয়। তারা ভাবে 'এত লেখাপড়া শিখে, এত বিদ্বান হয়েও স্যারের এ দুরবস্থা কেন? তাহলে লেখাপড়া শিখে কি লাভ? পাশের বাড়ীর অমুক চাচা তো লেখাপড়া না শিখেই বিরাট ধনী ও সমাজের মাথা'। ফলে, তারা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য লেখাপড়াকে অপরিহার্য মনে করে না। তারা মনে করতে শেখে— জীবনে সাফল্য লাভের জন্য চাই অর্থ আর অর্থোপার্জনের জন্য বিদ্যা শিক্ষা জরুরী নয়। ছাত্ররা এ ধরনের মনোভঙ্গির কারণে লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এখন অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে, ছাত্ররা আর শিখতে চায় না বা শেখার কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত নয় এবং শিক্ষকেরাও আর শেখাতে চান না বা শেখাতে পারেন না; তারা শেখানোর চেয়ে পয়সা রোজগার করতেই বেশী আগ্রহী ও তৎপর। এমতাবস্থায় শিক্ষার মানোন্নয়নের কথা চিন্তা করাটা দুরাশা মাত্র? কিন্তু তবু দেখা যাচ্ছে— ছাত্ররা পাস করে যাচ্ছে রীতিমতই। কিন্তু এ পাসের মূল্য কি?